ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ বৃহস্পতিবার ৩ ডিসেম্বর ২০০৯ শহর সংস্করণ ৩.৫০ টাকা

জরায়ুমুখ ক্যানসারের টিকা সরকারি সূচিতে আনার আর্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা: সরকারি সহায়তা ছাড়া জরায়ুমুখ ক্যানসারের প্রতিষেধক সব স্তরের মহিলার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি চিকিৎসক হ্যারল্ড জুর হাওসেনের। জরায়ুমুখ ক্যানসারে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করে ২০০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান তিনি। তাঁর বক্তব্য, ওই ক্যানসারের মোকাবিলায় রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা এবং প্রতিষেধক টিকার বিষয়টি সরকারি কর্মসূচির অন্তর্গত করা অত্যন্ত জরুরি। বুধবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জরায়ুমুখ ক্যানসারের প্রতিষেধকের গুরুত্বের কথা বললেও তিনি যে বাছবিছার না-করে প্রতিষেধক নেওয়ার পক্ষপাতী নন, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই চিকিৎসক।

কী ধরনের বাছবিছার?

হাওসেন বলেছেন, "এই টিকা সেই মেয়েদের পক্ষেই কার্যকর, যাদের জীবনে কখনও যৌন সম্পর্ক ঘটেনি। এটা দেশ-কালের উপরে নির্ভর করে। বহু দেশে সাত থেকে ১৭ বছরের মেয়েদের প্রতিষেধক দেওয়া হয়। আবার অনেক দেশে ২৫-২৬ বছর বয়স পর্যন্ত দেওয়া যায়।"

বিশ্ব জুড়ে মহিলাদের ক্যানসারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জরায়ুমুখ ক্যানসার। এই ক্যানসার ঠেকাতে রোগ নির্ণয় ও প্রতিষেধক টিকা ব্যবহারের উপরেই জোর দিয়েছেন হাওসেন। তাঁর বক্তব্য, জরায়ুমুখ ক্যানসারই হল একমাত্র ক্যানসার, যা হওয়ার আগেই পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এই পরীক্ষার খরচ খুব বেশি নয়। কিন্তু এই বিষয়ে সচেতনতা এখনও খুব কম। সরকারি-বেসরকারি সব স্তরে এই নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন হাওসেন। তাঁর কথায়, "প্রতিষেধক তো সকলকে দেওয়া যাবে না। যাঁরা ওই বয়ঃসীমা পেরিয়েছেন, তাঁদের তা হলে কী হবে? নির্দিষ্ট বয়স পেরোনোর পরে বছরে এক বার এই ধরনের পরীক্ষা করানো হলে এই রোগের প্রকোপ অনেকটাই কমানো সম্ভব।" প্রতিষেধকের পাশাপাশি এই রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাকেও সরকারি স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় আনা উচিত বলে মনে করেন হাওসেন।

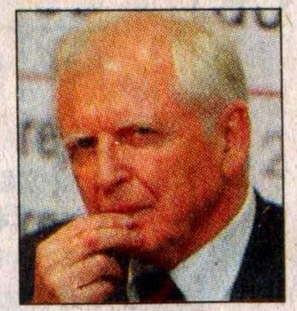

প্রেস ক্লাবে হ্যারল্ড জুর হাওসেন। বুধবার।

ক্যানসার ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই) আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান মকসুদ সিদ্দিকি। তিনি বলেন, "ভারতে প্রতি বছর ৭৩ হাজার মহিলা জরায়ুমুখ ক্যানসারে মারা যান। এই রোগ নির্ণয়ের খরচ খুব কম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটাই সব স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি। স্বাস্থ্যনীতিতে এই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে না-পারলে রোগের সঙ্গে লড়াইটা অসম থেকে যাবে।"

এখনও পর্যন্ত এ দেশে জরায়ুমুখ প্রতিষেধক তৈরি করছে দু'টি সংস্থা। প্রতিযোগিতা কম থাকায় প্রতিষেধকের দাম যথেষ্ট বেশি। তিনটি ডোজের জন্য খরচ পড়ে প্রায় ন'হাজার টাকা। প্রস্তুতকারক একটি সংস্থার প্রতিষেধক বিভাগের অধিকর্তা শৈলজা কারুকোন্ডা জানান, তাঁরাও চান, সরকারি টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আসুক এই প্রতিষেধক। তবে আপাতত বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজে জোর দিচ্ছেন তাঁরা। সচেতনতা বাড়াতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে সরকারও হয়তো এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে।

নিজস্ব চিত্র